OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 478 - 484
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রহসনকার মধুসূদনের সামাজিক প্রাঞ্জলতার অকৃত্রিম নিদর্শন দুই প্রহসন

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গলসী মহাবিদ্যালয়
Email ID : sampriyaas@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nineteenth Century, Comedy, Society - Awareness, Society - Search, Women's Freedom.

Abstract
Michael Madhusudan Dutt is a notable name in the history of Bengali literature. He has taken the Bengali literary field to an immense height in a phased manner of prosperity. His achievements are universally known today. However, in the literary field 'Akei Ki Bole Savyata?' (1860); Buro Saliker Ghare Roe' (1860); he was intimately associated with the mentality of the people, regardless of wealth. From that social awareness he wrote the true meaning of civilization. He built a picture of the helplessness of the lower community of the same society. This experience of Madhusudan has been reflected in the farce. HaraKamini, NrityaKali or Fatema are one of the most popular characters of the time. The statistics of their lives and the demands of their lives are almost the same. The difference is just in financial comfort. The need for women's rights is needed - it has been caught in various writings of Madhusudan at various times. It can be said that the rise of these women at the beginning of the later 'Birangana'. These two renowned farces are the way of a social reformation to the reader.

Discussion

উনিশ শতকের একজন নক্ষত্রপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে নতুন করে তাঁকে ঘিরে চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। তবে তাঁর মতো অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বড়ো অপ্রতুল। উনিশ শতকের নবজাগরণের কালপর্বে নবচেতনাকে নব্য উপায়ে গঠনাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন মধুসূদন। সামাজিক চেতনার যেসব দিক তাঁর লেখায় উঠে এসেছে ; সেগুলি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কাব্য, পত্রসাহিত্য, নাটক, প্রহসন - এসব রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। মহীয়ান লেখকের সব সৃষ্টিই সুন্দর। তবে তাঁর লেখার মধ্যে থেকে প্রহসন দু'টিকে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করে নেওয়া হল এ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। সাহিত্যলোকের রসগত বিচারে শুধু নয়; তাঁর লেখা দু'খানি প্রহসন সবদিক থেকে এখনো চিরন্তন হয়ে আছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। *একেই কি বলে*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সভ্যতা? এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা দু'টি সুবিখ্যাত প্রহসন। এই দুই প্রহসন ব্যক্তি মধুসূদনের সমাজজ্ঞানের পরিধিকে পরিচায়িত করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন -

> "প্রহসন সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যাঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে।"[১]

উনিশ শতকের বাবু কালচার, নব্য ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষের সামাজিক কথকতা, প্রতীকায়িত হয়েছে এই দুই প্রহসনে। *একেই কি বলে সভ্যতা!*-র প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ। প্রহসনটির প্রথমে লেখক চরিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন। প্রহসনটি দু'টি অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার বাবুর বাড়িতে দৃশ্য শুরু হয়েছে। নবকুমার এবং কালীনাথ উভয়েই আলোচনা করছেন নবকুমার বাবুর বাড়ির কর্তা ফিরে আসায় তিনি আর সভায় যোগদান করতে পারছেন না। এই দৃশ্য দর্শক তথা পাঠকের মনে তৎকালীন সময়ের অন্তঃসারশূন্য সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উনিশ শতকীয় সমাজে মদ্যপান একটি কুব্যাধির মতো তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সমস্যা থেকে নবকুমার আর কালীনাথের মতো নব্য যুবকদের উত্থান। এই প্রহসনের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ। কালীনাথ মদ্যপ হয়ে পড়ায় কর্তার বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে সেই অবস্থায় দেখা করতে চান। একই রকম চিত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* বা কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-র মধ্যে উঠে এসেছে। মদ্যপান একালের সামাজিক বিকৃতিগুলির মধ্যে অন্যতম। ফলে সেই বিকৃতি রূপায়িত হয়েছে অন্যতর অভিধায়। নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধুসূদন বাঙালি সমাজের অবক্ষয়িত রূপটিকে অনুধাবন করেছিলেন প্রকৃত অর্থে। সেই ক্ষয়ীভূত, কদর্য রূপটিই প্রহসনগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। কর্তার আগমনের পর কালীনাথ তাঁর খুড়োমহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নাম করেন। কর্তা পরম বৈষ্ণব। ফলে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। কৃষ্ণপ্রসাদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রও যে পরম বৈষ্ণব সে বিষয়ে সন্দেহাতীত হন। প্রকৃত অর্থে সমকালীন সমাজে এমন ভণ্ড বৈষ্ণব ভক্তের দেখা প্রায়শই মিলতো। পারিবারিক ভক্তিময়তার তোয়াক্কা না করে তাঁরা নানানভাবে *নব্যবঙ্গ* বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। মদ্য, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, পতিতালয়ে গমন ছিল এদের মূল কাজ। বলাই বাহুল্য প্রহসনের কালীনাথ সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার উল্লেখ করেছে কালীনাথ। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় সংস্কৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা হয় এবং নানাবিধ বঙ্গীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই নিয়ে কালীনাথ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কর্তা স্বাভাবিক অর্থে সন্দেহ করেন না। সামাজিক সংস্কারশীলতার মাঝে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান সমস্যাবলী এভাবেই যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল - তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম গর্ভাঙ্কের মধ্যে প্রহসনের মূল বিষয়টি ধরা পড়েছে। প্রকৃত অর্থে এই নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অর্জিত শিক্ষার মাপকাঠি শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছে মদ্যপানের আধারে। কর্তামশাই সঙ্গত কারণে সিকদারপাড়ার গলিতে পাঠান বাবাজীকে। সেখানে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা খুঁজতে গিয়ে বাবাজীকে যথেষ্ট হয়রান হতে হয়। পতিতালয়ের মধ্যে মদ্যপ ব্যক্তির সান্নিধ্য এড়িয়ে, পতিতাদের খর ও বাক্যবাণ সহ্য করার পর শেষপর্যন্ত বাবাজী সার্জেন ও চৌকিদারের খপ্পরে পড়েন। সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় তার থাকে না। ঘুষ দিয়ে তিনি সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান। বাবাজীর বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

> "ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল আর সারজন বেটারও হাতাপাতা রোগ আছে তাই রক্ষে - নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হত, না কি হত, কিছু বলা যায় না।"[২]

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় মুটের দল বাক্স ভর্তি করে মদের বোতল পৌঁছে দিচ্ছে। সেই চিত্র দেখে বাবাজী বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু অনুধাবন করতে পারেন না। বেলফুলওয়ালা, বরফওয়ালা এবং নিতম্বিনী, পয়োধরীর প্রবেশে বাবাজী ক্রমশ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে পারেন। নবকুমার আর কালীনাথের কথোপকথনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে বাবাজীকে কিছু ঘুষ দিয়ে নিজের লাঞ্ছনা এড়ানো যায় কিনা - সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন নবকুমার। কালীনাথ উদ্ধত এবং কটুভাষী। সে বাবাজীকে নিয়ে চিন্তিত নয় মোটেই। প্রহসন লিখতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গিয়ে সামাজিক অসামঞ্জস্যের দিকটি মাইকেল সুন্দর উপায়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সে দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানাচ্ছেন -

> "বাংলা ভাষায় কাব্য লেখার আগে তিনি প্রথমে যা লিখেছিলেন, তা হল নাটক - এবং ঐ নাটক লিখতে গিয়ে তাকে ঐ নাটকের সংলাপ উপযোগী ভাষা ও প্রয়োগরীতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নিজের মত করেই।"[৩]

প্রহসনটির দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে লেখক তুলে ধরেছেন সামাজিক বিকৃতির চিহ্নসমূহ। এই প্রহসনের মূল নির্যাসে যে পরিবেশের কথা মধুসূদন ব্যক্ত করেছেন; তিনি নিজেও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা প্রকৃত অর্থে মাতালদের আড্ডাখানা। সেখানে মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ এবং পতিতা সংসর্গ এসব অবাধে চলে। সামাজিক অবক্ষয়ের এমন নিদারুণ চিত্র পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র তুলে ধরেছেন তার 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রের মাধ্যমে। নবকুমার ও কালীনাথ সভায় এলে সেখানে সকলে মদ্যপানে রত হয়। নবকুমারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> "জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মনে এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"[৪]

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, আচরণে আধুনিকতা, বাগ্মীতা, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, আত্মীয়-বন্ধু নির্বাচন - সবকিছুতেই আধুনিকতার সন্ধান সমকালীন সময়ের মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে এক অতল অন্ধকারে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অর্থ এরকম নয় বা হতে পারে না। সেই বিষয়টি বোঝার সময় আগত। সেই স্থানেই মানুষের অবমূল্যায়ন ঘটেছে সর্বস্তরে। কর্তা নবকুমারের গমনপথের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে দেখেছেন। তারপর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে অনুধাবন করেছেন প্রকৃত সমস্যার কথা। বাবাজীকে পাঠিয়েছেন এর প্রতিকারার্থে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রকৃত রূপ ভয়াবিষ্ট করে তুলেছে বাবাজীকে। যেকোনো সাধারণ মানুষ এই এই ধরনের সমস্যায় পড়লে আশঙ্কায় উপনীত হয়। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। নবকুমার ও কালীনাথের গড্ডালিকা প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে যাবার ঘটনাটি চিত্রায়িত হয়েছে প্রহসনের এই অংশে। বর্ণবিদ্বেষ ঘুচিয়ে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করে, বিধবাবিবাহের প্রবর্তন করে সমাজের রূপান্তর ঘটানো সাধু উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার সঙ্গে এসেছে সামাজিক বিকৃতি। মদ্যপান নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ পতিতাসঙ্গ, অকাতরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের অপচয় ইত্যাদি।

প্রহসনটির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নবকুমারের বাড়ির অন্দরমহলের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনীকে দেখতে পাওয়া গেছে এখানে। তারা তাস খেলছে। প্রহসনটির মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অন্তঃপুরের মধ্যে দেখা যায় যে, নবকুমার মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাঁকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে চাকরদের পক্ষে। পাশ্চাত্য পারিবারিক রীতির অনুসরণ করতে চায় নবকুমার। তাঁর স্ত্রী, বোন তাঁর এরকম কাজকর্মে রীতিমতো বিরক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত নবকুমারের চিৎকারে ঠাকরুণ ও কর্তা দু'জনেই নবকুমারের অবস্থা দেখতে আসেন এবং কর্তা নবকুমারের প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পারেন। কর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা এখানে আর থাকবেন না। হরকামিনী সখেদে প্রসন্নময়ীর কাছে তার মনের দুঃখ ব্যক্ত করে। তার বক্তব্য উল্লেখ্য -

> "বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি।... মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? - একেই কি বলে সভ্যতা?"[৫]

নারী চরিত্রগুলির পারস্পরিক কথোপকথন পাঠক-পাঠিকাকে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি কুশ্রী দিকের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় এমনিতেই সেকালে হত ছাদনাতলায়। তার ওপরে যখন সামাজিক দিকগুলি এইভাবে তাদের সম্পর্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করতো; তখন তার পরিণতি গিয়ে দাঁড়াতো হরকামিনীর উক্তির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মতো। *সধবার একাদশী* নাটকে দীনবন্ধু মিত্র এরকম সমাজ-ব্যবস্থার পরিচিতি দিয়েছেন স্বচ্ছন্দে। সামাজিক দিকগুলি এরকম ভাবেই সাহিত্যের প্রকরণসমূহের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। সেই রূপটিই এই প্রহসনের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য -

> "বঙ্গরঙ্গমঞ্চ যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বড় মাধ্যম, তাও তাঁর কিছুমাত্র অজানা ছিল না।"[৬]

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একজন সফল ও সার্থক শিল্পী রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে চিহ্নিত করার জন্য বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রহসন দু'টি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের পরিধি অনেকাংশে গাঠনিক পূর্ণতা পেয়েছে এই দুই প্রহসনে। বাঙালি জনসমাজের বুকে চর্যার সময়পর্ব থেকে যে নাটকীয় পরিবেশ - পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল; তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল মধুসূদনের সমাজমনস্কতায়। উনিশ শতকের সামাজিক মানসিকতা মানব সমাজকে পরিবর্তনের পরিচিতি দিয়েছে। মাইকেল তাঁর *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসনে জমিদারি ব্যবস্থার কুপ্রথা সম্পর্কে বিশদে জানিয়েছেন। জমিদারের জমিদারির মধ্যে খাজনা আদায়ের বিষয়ে হানিফ গাজীর ভূমিকা অত্যন্ত সপ্রতিভ। জমিদার ভক্তপ্রসাদের চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রহসনে হানিফ গাজীর ভূমিকা জমিদারের কাছে কর্মচারী রূপে। ফসল না হলেও তাদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হয়। ভক্তপ্রসাদের জমিদারিতে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের। লোভী, কুরুচিপূর্ণ মানসিকতার বলি হয় সাধারণ প্রজারা। গদা এই প্রহসনের অপর তোষামোদকারী ব্যক্তি। হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমা অপূর্ব সুন্দরী। সেই খবর ভক্তপ্রসাদের কাছে দেওয়ার অর্থ হল জমিদারের ভোগলালসা চরিতার্থকরণের ব্যবস্থা করা। হানিফ গাজীর খাজনা বাকি পড়ে যাওয়ায় সে অসহায়। আর সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তি তাকে লাঞ্ছিত করে। এককথায় তার সুযোগ নেয় পরিস্থিতি অনুযায়ী।

ভক্তপ্রসাদের বক্তব্য থেকে উল্লেখ্য তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান - প্রসঙ্গটি -

> "দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হা, স্ত্রীলোক - তাদের আবার জাত কি?"[৭]

এ ধরনের মূল্যায়ন নারীজাতিকে অবদমিত করে। তাদের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে দেয়। মনুসংহিতা অনুযায়ী নারীর প্রতি পুরুষের ভোগবাসনার উপস্থিতির স্বীকৃতি এ প্রহসনকে যথার্থতা দান করেছে। নারী কোনো না কোনো পুরুষের অধীনে সঠিকভাবে বিচরণ করতে পারে - এই দাবিকে এরকমভাবেই তৎকালীন সময়ে উপস্থাপিত করা হত। বাচস্পতি মহাশয় তাঁর মায়ের তিরোধানের সংবাদ জানিয়ে তাঁকে কিছু টাকা ধার দেবার কথা বললে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না ভক্তপ্রসাদ। তাঁর লোভাতুর মস্তিষ্কে খেলা করে চলে নারীমাংসলোলুপতা। সম্পত্তির বিষয়টি আগলে রেখে বৃদ্ধ বয়সে তিনি তরুণী নারীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অর্থের বিনিময়ে যে কোনো অসদুপায়ে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছেন বিবাহিতা, সুন্দরী নারীদের ধর্মনাশ করার জন্য। পুঁটি এ প্রহসনে বিগতযৌবনা বৃদ্ধা। সে দূতীর কাজ করে। সে ভক্তপ্রসাদের নির্দেশে ফতেমাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে ভক্তপ্রসাদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিতে এসেছে। পুঁটির বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উথলে পড়ে।"[৮]

এ প্রহসনের প্রকৃত সার্থকতা চিত্রটি এভাবেই ধরা পড়েছে। হানিফ আর ফতেমার ষড়যন্ত্রের ফলে ভক্তপ্রসাদের রসগর্ভ অত্যাচার শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে সেই বিষয়টি পাঠক অনুমান করতে পারেন। মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য কাঠ কাটতে আসা বাচস্পতিকে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত করে হানিফ। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয় এভাবে। এই সঙ্গবদ্ধ প্রতিরোধ ক্রমাগত জোরালো হয়ে ভক্তপ্রসাদের আসল রূপ উন্মোচিত করবে দর্শকদের সামনে এমন সূত্র পাওয়া যায় প্রহসনে। প্রকৃত অর্থে বাঙালি জনতার মানসিকতাটিকে সর্বজন সম্মুখে এই প্রহসন দু'টির মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন মধুসূদন। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বুড়ো শালিকের ঘাড়ে নতুন পালক গজালে তাকে ধরা হয় বয়স্কের ভীমরতি রূপে। সেই প্রচলিত প্রবাদের সার্থকতাকে প্রমাণ করা যায় এই প্রহসনের নামকরণের মাধ্যমে। নারী এই প্রহসনে শুধুমাত্র ভোগ্যা নয়। ফতেমার অগ্রসরগামিতা যুগের অনুপাতে যুগান্তকারী। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার উক্তি -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।"[৯]

ফতেমার ভূমিকা নারীর সমাজসচেতন মানসিকতাকে এক অভূতপূর্ব অথচ স্বাভাবিক দৃষ্টান্তে নিয়ে গেছে।

প্রহসনের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ভক্তপ্রসাদ অপেক্ষা করেন দিন শেষ হয়ে রাত্রি হওয়ার জন্য। সমাজে ধনী জমিদারের ভূমিকা কতখানি তীব্র অত্যাচারের ছিল; সেই বিষয়টি প্রহসনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। এ সময় আনন্দবাবু তাঁর কাছে আসেন। রাত্রির অন্ধকারে ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তিরা সমাজের চরম সর্বনাশ করতে পিছপা হয় না। সাধারণভাবে দিবালোকে বর্ণবৈষম্যকে মান্যতা দিলেও নারীর দেহভোগের সময় সেই বর্ণবৈষম্যের ভাবনা সমাজপতিদের মাথা থেকে সরে যায়। এ নির্মম সত্য চর্যার যুগ থেকেই প্রমাণিত। ভক্তপ্রসাদের ছেলে অম্বিকাপ্রসাদ কলকাতায় পাঠরত। পুত্রের সংবাদ আনন্দবাবুর কাছে গ্রহণ করেন ভক্তপ্রসাদ। তার বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

> "ভাল, আমি শুনেছি যে কলকেতায় নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী,তাতী, জোলা, তেলী, কলু সকলই না কি একত্রে উঠে বসে আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?"[১০]

কলকাতার বাবু কালচার প্রসঙ্গে শঙ্কিত ভক্তপ্রসাদ বর্ণবৈষম্য লোপের প্রসঙ্গে তটস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিজাতীয় নারীর সংগলাভে তিনি আপত্তিহীন। সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের পরিস্ফুট চিত্রটি তুলে ধরেছেন লেখক। দ্বিচারিতা তথা বহুগামিতা দোষে দুষ্ট ভক্তপ্রসাদ নানাবিধ প্রসাধন শেষে ফতেমার সঙ্গলাভের জন্য একান্ত উন্মুখ হয়ে ওঠেন। প্রকৃত অর্থে সামাজিক দুরাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিম্নরুচিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া - এসবের মাধ্যমে ক্ষমতাশালী তথা ধনশালী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন বিষয়গুলি নিয়ে রচিত হয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা *সধবার একাদশী* প্রহসন। তিনি এই প্রহসনে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন সুশিক্ষিত বাঙালি যুবকের মানসিক শূন্যতার দিকটি। ভক্তপ্রসাদ নিজে প্রলোভন থেকে, একাধিক নারীসঙ্গ থেকে বিরত না থাকতে পারলেও; ছেলের প্রতি তিনি ভীষণ সচেতন। গদা আর রাম দু'জনে উপভোগ করে ভক্তপ্রসাদের দ্বিচারিতা। প্রসাধন সেরে ফতেমার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভক্তপ্রসাদ। এই গোপন অভিসারের সময় কেউ তার খোঁজ করলে তিনি জপরত আছেন - এই বার্তা তিনি দিয়ে যান চাটুকারদের কাছে। প্রহসনের পরবর্তী অংশে পুঁটি ফতেমাকে নিয়ে অপেক্ষা করে ভক্তপ্রসাদের জন্য। এদিকে শিব মন্দিরের কাছে অশ্বত্থ গাছের ওপরে বাচস্পতি আর হানিফ লুকিয়ে থাকে। নিম্নবর্গীয় তথা নিম্নবিত্তীয় প্রজাদের জন্য জমিদারের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। প্রজারা শুধু শোষণের শিকার হয়ে থেকে গেছে। এমনকি তাদের পারিবারিক সম্মান বিনষ্ট হয়েছে জমিদারের অত্যাচারে। মধুসূদন প্রসঙ্গে প্রথিতযশা সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় –

> "তাঁর অনেক সমালোচক ধারণা দিয়েছেন যে, তিনি নিজের সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রহসন দুটি পড়লে বোঝা যায়, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও অথবা আপাতদৃষ্টিতে জীবনযাত্রায় হিন্দু সমাজ থেকে দূরে সরে গেলেও, এই সমাজকে একেবারে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা উভয়ই তাঁর ছিলো।"[১১]

ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে নানান সময়ে এই সুবিখ্যাত দুই প্রহসনেই মাইকেল প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর সমাজ - মনস্কতার। কিন্তু সমকালীন সমাজে মাইকেল প্রহসন দু'টির জন্য তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছিলেন। *একেই কি বলে সভ্যতা?* -তে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি যুবক অপমান অনুভব করলেন। অন্যদিকে *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* -তে বয়স্ক সমাজপতিরা ক্ষুব্ধ হলেন। সামাজিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রহসনদ্বয় তাদের যথার্থ সম্মান না পেলেও পরবর্তীকালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয়েছিল। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে প্রহসন দু'টি কেবল মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু অভিনীত হয়নি। মাইকেল গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন সেসময়। দেশিয়, প্রচলিত, পরিপূর্ণ সংস্কৃতগন্ধী নাটক থেকে লেখক প্রথম মুক্তির স্বাদ দিতে পেরেছিলেন বাঙালি পাঠককে। প্রহসনের শেষে তেমার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা করতে গেলে পূর্বপরিকল্পনামতো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাচস্পতি ঈশ্বরের মতো অভিনয় করেন। প্রাচীনপন্থী, ধর্মভীরু ভক্তপ্রসাদ ভয় পান। বাচস্পতিকে অনুরোধ করে কৃতকর্মের দণ্ডস্বরূপ তিনি বেশ কিছু অর্থ দেবার কথা বলেন। জাতিগত বিচারে পতিত হবার আশঙ্কা থেকে ভক্তপ্রসাদ এসব করেন। প্রহসনের শেষে স্বমুখে তিনি স্বীকার করেন যে, ফতেমার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে গর্হিত কাজ হয়েছে। জীবনে আর কোনো নারীকে তিনি এভাবে অসম্মান করবেন না; করবেন না তাদের প্রতি অত্যাচার।

নবজাগরণের কালে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধিমান করে তুলেছিলেন মধুসূদন। রেনেসাঁর প্রধান ভাব হল মানবতা। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তার অবস্থান পরিবর্তন করার ফলে উনিশ শতকের সমাজ মানসিকতায় উপস্থিত হল মানবতাবাদী ইতিবাচক জোয়ার। জীবনকে প্রাধান্য দিতে গেলে তা বসুন্ধরা ব্যতীত অসম্ভব বুঝতে পারলো আপামর জনতা। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ অগ্রদূতেরা জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত করতে সাহায্য করেছিলেন। যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রভাবে মানুষের চিন্তাবিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। ভাবাদর্শগত দিক থেকে মানবমনের ব্যাপক পরিবর্তন সমাজ মানসিকতাকে এক অন্যতর পর্যায়ে নিয়ে গেল। দার্শনিক মতবাদগুলির প্রভাবে মানুষের মানসিক গুণাবলী পরিবর্তিত হতে শুরু করল। যুক্তিবাদী, প্রাগ্রসর মানসিকতা মানুষের বোধশক্তিকে চিরচঞ্চল সত্তায় রূপান্তরিত করল। রেনেসাঁর ফলে সমাজে প্রাচীন সাহিত্যগুলির যথার্থতা আলোচিত হয়েছে নানাবিধ আঙ্গিকে। ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রসঙ্গ এসময়ের সাহিত্যে ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বঙ্গদেশের নবজাগরণের বাণী যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল; তার সদ্যলব্ধ কুফলগুলি সামাজিক ভিত্তির স্তর পর্যায়ে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেছিল সেইসঙ্গেই। স্বাধীনতার চেতনা, স্বদেশভক্তি মানুষের অন্তঃকরণকে নতুন আবেগে প্লাবিত করেছিল এই সময়। জাতীয় চেতনার সঙ্গে মানুষের মনে আশ্রয় নিয়েছিল নবজাগৃতিবোধ। নবজাগরণের প্রকাশ্যমান যুগে জাতীয় চেতনার দ্বিধা ক্রমশ প্রকাশ পেল। শিক্ষা, বুদ্ধি, বাস্তববোধ, মানবিক দিকগুলির জাগরণ, নবায়মান অনুভবের কলকল্লোলিত স্পন্দন মানবজীবনকে প্রাপ্তির মগ্নতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে। বঙ্গদেশের ধর্মান্দোলনগুলি এ সময় লাভ করেছিল চরম ব্যাপকতা। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ধ্যানগম্ভীর তথা ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। সেই ভাবরূপ নতুনভাবে ধরা দিল এ সময়। প্রহসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হাস্যরস প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের বঙ্গজনজীবনকে দর্শক তথা পাঠকের সম্মুখে সগৌরবে উপস্থিত করতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য -

> "বাংলা সাহিত্যের কালবদল, জাতবদলের পুরোধা তিনিই।"[১২]

সেই পথ ধরেই সামাজিক পরিবর্তনের রূপচিত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন অসীম প্রতিভার অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। *একেই কি বলে সভ্যতা?* এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* সমকালীন সময়ের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দু'টি প্রহসন। হাস্যরস, সমাজচিত্র, বর্ণবৈষম্য, উচ্চ-নিচ শ্রেণিবৈষম্য, অন্দরমহলের মহিলাদের অন্তরমহলের প্রসঙ্গ - এ সব কিছুই অনবদ্য ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে প্রহসন দু'টিতে।

Reference:

১. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, *জীবনচরিত,* ১৩০০, পৃ. ২৯৮ – ২৯৯
২. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *একেই কি বলে সভ্যতা?, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৪২
৩. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, *বীরাঙ্গনা কাব্য,* ১৯৯৯, পৃ. ৬ – ৭
৪. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *একেই কি বলে সভ্যতা?, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৪৭
৫. তদেব, পৃ. ২৫১
৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, *মাইকেল মধুসূদন ও তাঁর কাল, দেশ,* ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ২২
৭. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৫৪
৮. তদেব, পৃ. ২৫৭
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিত্রাঙ্গদা,* দ্বিতীয় খণ্ড *(রবীন্দ্র রচনাবলী),* ১৩৯৩, পৃ. ২৪১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 478 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী,* ১৯৬০, পৃ. ২৬১
১১. মুরশিদ, গোলাম, *আশার ছলনে ভুলি,* ১৯৯৪, পৃ. ১৭১
১২. গুপ্ত, ক্ষেত্র, *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প,* ১৩৭৭, পৃ. ১